ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের পারিবারিক দায়: নারীর ভূমিকা, ঝুঁকি ও করণীয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত
মতবিনিময় সভায় উপস্থাপিত কার্যপত্র

৬ মে ২০১৮

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের পারিবারিক দায়: নারীর ভূমিকা, ঝুঁকি ও করণীয়

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

কার্যপত্র প্রণয়ন
শাম্মী লায়লা ইসলাম, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
এ কার্যপত্রের তথ্য সংগ্রহে দুর্নীতি দমন কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। খসড়া কার্যপত্র পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

১. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে দুর্নীতি একটি গুরুতর সমস্যা - রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতির বিস্তার গভীরভাবে ঘটেছে।[১] দুর্নীতি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব সমাজের সব স্তর, বিশেষকরে ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে অবস্থানকারী দরিদ্র, প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ওপর সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। 'দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতর' হিসেবে নারীর ওপর দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি হয় বলে ধারণা করা হয়। দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতার কারণে পুরুষের মতো নারীদেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হতে হয়। টিআইবি'র ২০১৫ এর খানা জরিপে দেখা যায় সারা দেশে জরিপকৃত খানাগুলোর ৯৯.৬% কোনো না কোনো সেবা খাত হতে সেবা নিয়েছে এবং সেবাগ্রহণকারী খানার ৬৭.৮% সেবা নিতে যেয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জরিপে সেবাগ্রহীতাদের ৪২.৮% ছিল নারী যাদের ৩৮.২% দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে দেখা যায়।[২] তবে টিআইবি'র খানা জরিপে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী নারীর ঘুষ দেওয়ার বা দুর্নীতির কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হার কম হলেও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব কম, বরং তুলনামূলক কম সেবা নেওয়ার কারণে ঘুষ দেওয়ার প্রথম ধাপে (entry point) নারীদেরকে কম দেখা যায়।[৩]

২. কার্যপত্রের উদ্দেশ্য

টিআইবির কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে টিআইবি দীর্ঘদিন যাবৎ তার কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের নারীদের ওপর দুর্নীতির বিভিন্ন প্রভাব চিহ্নিত করছে এবং সে অনুযায়ী করণীয় প্রস্তাব করে আসছে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য আইনিভাবে দেশের একমাত্র বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনও (দুদক) দেশে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধে নানা প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সাম্প্রতিক সময়ে নারীর ওপর দুর্নীতির বিশেষ ধরনের একটি ঝুঁকি লক্ষ করা যায় - দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ আয় ও সম্পদের সাথে নারী জড়িয়ে পড়ছেন, নারীকে জড়িত করা হচ্ছে, নারীকে উক্ত অবৈধ আয় ও সম্পদের হিসাব দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ করা হচ্ছে এবং এই অবৈধ সম্পদ অর্জনের জন্য অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, এবং এ প্রেক্ষাপটে এ কার্যপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কার্যপত্রের মূল উদ্দেশ্য নারীর ওপর দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ আয় ও সম্পদের পারিবারিক দায়ের ঝুঁকির বিশ্লেষণ, এই প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা, সংশ্লিষ্ট আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোগত প্রভাব চিহ্নিত করা, এবং এর প্রেক্ষিতে করণীয় নির্ধারণে সহায়ক আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি।

৩. দুর্নীতির জেন্ডার প্রেক্ষিত

বিভিন্ন গবেষণায় নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হোসেন ও অন্যান্য (২০১০) এবং মুতোনহুরির (২০১২) গবেষণায় দেখা যায়দুর্নীতির প্রচলিত সংজ্ঞায় তৃণমূল নারীদের অভিজ্ঞতালব্ধ দুর্নীতির ধারণা আড়ালে থেকে যায় এবং প্রায়ই প্রকাশিত হয় না। নারীদের অবস্থান থেকে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা প্রচলিত দুর্নীতির সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন বলে দেখা যায়, যার মধ্যে শারীরিক লাঞ্ছনা, যৌন নিপীড়ন, মৌলিক সেবা প্রদান বা গ্রহণে ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত, এবং একইসাথে যা নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে (ইউএনডিপি ২০১২; মুতোনহুরি ২০১২)। বৈশ্বিক দুর্নীতি জরিপে দেখা যায় নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি মাত্রায় দুর্নীতিকে উপলব্ধি করে কিন্তু প্রকাশ করতে বেশি আগ্রহী নয় (নাওয়াজ ২০০৯)। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটারের ফলাফলে দেখা যায় নারীরা ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় কম আগ্রহী (টিআই ২০১৪)।

টিআইবি'র (২০১৫) একটি গবেষণায় বিশদভাবে বাংলাদেশে গ্রামীণ পরিবেশে দুর্নীতিতে নারীর অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক (ধরন, কারণ ও প্রভাব) উঠে এসেছে। এ গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রত্যক্ষ

---

[১] টিআই-এর 'দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৭' অনুসারে বাংলাদেশের স্কোর ২৮, যার অর্থ বাংলাদেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা উদ্বেগজনক। ২০১৬ সালে এই স্কোর ছিল ২৬। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, http://www.transparency.org/cpi2017#results-table(১৭ এপ্রিল ২০১৮)। অন্যদিকে টিআইবি'র 'জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫' অনুযায়ী বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৭.৮% সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/activities/4988-corruption-in-service-sectors-national-household-survey-2015 (১৭ এপ্রিল ২০১৮)।

[২] উল্লেখ্য, টিআইবি'র ২০১২ সালের খানা জরিপে সেবাগ্রহীতাদের ৪৪.১% ছিল নারী, যাদের ২৬.৮% দুর্নীতির শিকার হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, টিআইবি, *সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ* ২০১২ (সার-সংক্ষেপ), https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/max_file/es_hhs_hhs2012_12_bn.pdf(২৮ এপ্রিল ২০১৮)।

[৩] জরিপে দেখা যায় সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন ৩৮.২%, যেখানে পুরুষদের ৪৪.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। খাতভেদে স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, এনজিও, ব্যাংকিং, বিদ্যুৎ, ও শ্রম অভিবাসন খাতে নারীরা তুলনামূলক অধিকতর দুর্নীতির শিকার, যেখানে কোনো কোনো খাত যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারিক সেবা নিতে গিয়ে নারীদের তুলনায় পুরুষরা অনেক বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫ প্রতিবেদনের বর্ধিত সার-সংক্ষেপ (২০১৬), https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2016/pub_es_nhhs15_16_bn.pdf (২৮ এপ্রিল ২০১৮)।

ও পরোক্ষভাবে নারী দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। গবেষণায় আরও দেখা যায় বাংলাদেশের নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা চার ধরনের - দুর্নীতির শিকার, দুর্নীতির সংঘটক, দুর্নীতির মাধ্যম, এবং দুর্নীতির সুবিধাভোগী হিসেবে। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় সরাসরি সম্পৃক্ততা না থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির নেটওয়ার্কে জীবন-যাপনের কারণে নারীর দুর্নীতির পরোক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে নারীরা দুর্নীতির এ বিষয়গুলোকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখছে। পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীদের অভিগম্যতা এবং সুশাসনের বিদ্যমান অবস্থার ওপর নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা নির্ভর করে।

গবেষণায় দেখা যায় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক খাত যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ), এনজিও, বিচারিক সেবা, ভূমি, ব্যাংক, পল্লি বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে নারীরা দুর্নীতির শিকার হয়। এসব খাত-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে নারীরা নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায়, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি ও দায়িত্বে অবহেলার শিকার হয়ে থাকে। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানকারীর অবস্থানে থেকে নারীদের একটি অংশের দুর্নীতিতে সংঘটক হিসেবে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে নারী সেবা প্রদানকারীদের একাংশ সেবা প্রদানের সময় সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায়, এবং কোনো কেনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্ম সম্পাদনে ঘুষ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। কোনো কোনো খাতে দুর্নীতি সংঘটনে মাধ্যম হিসেবে নারীদের ব্যবহার (যেমন ইউনিয়ন পরিষদে উন্নয়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে খালি চেকে নারী সদস্যদের স্বাক্ষর আদায়, যার বিনিময়ে তাদের কিছু আর্থিক সুবিধা দেওয়া) করা হয়। উল্লেখ্য, এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারী তার প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করে দুর্নীতি করে, এবং সার্বিকভাবে শিকার, সংঘটক বা মাধ্যম হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুর্নীতির সুবিধা ভোগ করে।

গবেষণায় নারীর ওপর দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরা হয়, যার মধ্যে মৃত্যু থেকে শুরু করে অন্যান্য শারীরিক ক্ষতি, আর্থিক ক্ষতি, প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া, প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, দুর্নীতিকে স্বাভাবিক বলে মনে করা, এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যাহত হওয়া চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪. বৈধ উৎসের সাথে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জন সংক্রান্ত আইনি কাঠামো

সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তরের অধিকার হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মৌলিক মানবাধিকার।[৪] বাংলাদেশের সংবিধানেও সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তরের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[৫] কিন্তু অবৈধ উপায়ে বা দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জনকে দেশের আইনি কাঠামো কোনোভাবেই সমর্থন করে না। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না।[৬]

এছাড়া দেশের বিভিন্ন আইনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আয় বা সম্পত্তি অর্জনের উৎস বা সম্পদের হিসাব বা ঘোষণা দানের বিষয়ে বলা রয়েছে। যেমন ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশে বলা হয়েছে,কোনো ব্যক্তি যার করযোগ্য আয় রয়েছে তাকে আয়কর দিতে হবে এবং রিটার্ন দাখিল করতে হবে।[৭] আয়কর রিটার্নের সাথে উক্ত ব্যক্তির এবং তার স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান ও তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের মোট সম্পদ এবং দায়-দেনার বিবরণ এবং কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর হয়ে থাকলে তার বিবরণ দাখিল করতে হবে।[৮] সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধিমালায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী চাকরিতে প্রবেশের সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের কাছে তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন বা দখলে থাকা শেয়ার, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বীমা পলিসি ও মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের অলংকারসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ঘোষণা করবেন।[৯] এছাড়া প্রতিবছর প্রদর্শিত সম্পত্তির হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব বিবরণী দাখিল করারও বিধান রয়েছে।[১০] একইভাবে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় বিভিন্ন তথ্যের সাথে তার ও তার স্বামী/স্ত্রী, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোনের কাছ থেকে পাওয়া বা ধার করা অর্থের পরিমাণ এবং তাদের আয়ের উৎস সম্পর্কিত তথ্য দাখিল করতে হবে।[১১] সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব চাওয়ার এখতিয়ারও উপরোল্লিখিত আইনগুলোতে দেওয়া হয়েছে।

---

[৪] *জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা*, অনুচ্ছেদ১৭। বিস্তারিত দেখুন:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf (৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

[৫] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ৪২। বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=367 (৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

[৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ২০(২)।

[৭] *আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪*, ধারা ৭ ও ৭৫। বিস্তারিত দেখুন: http://nbr.gov.bd/uploads/acts/25.pdf(২৪ এপ্রিল ২০১৮)।

[৮] *আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪*, ধারা ৮০।

[৯] *সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা* ১৯৭৯, বিধি ১৩-১৪। বিস্তারিত দেখুন: http://www2.mopa.gov.bd/images/actsrules/File-16.pdf (৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

[১০] *প্রাগুক্ত*।

[১১] *গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ* ১৯৭২, ধারা ৪৪(কক)(১)। বিস্তারিত দেখুন:
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=424&sections_id=18890(৩০ এপ্রিল ২০১৮)।

তবে বিভিন্ন আইনি বাধা-নিষেধ থাকলেও বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা অবৈধভাবে আয় করছে বা সম্পদ অর্জন করছে। আবার সংবিধান মতে আইনের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী সকলেই সমান, অর্থাৎ সব আইনই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য এবং কোনো অপরাধের জন্য নারী ও পুরুষের একই শাস্তির বিধান রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এ নিজের নামে বা অন্যের নামে সম্পত্তি অর্জন সংক্রান্ত অপরাধ ও সাজার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।[১২] এ আইন অনুযায়ী কোনো তথ্যের ভিত্তিতে ও প্রয়োজনীয় তদন্ত পরিচালনার পর যদি দেখা যায় কোনো ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি বৈধ উৎসের সাথে অসংগতিপূর্ণ সম্পত্তি দখলে রেখেছে বা মালিকানা অর্জন করেছে তাহলে দুদক ঐ ব্যক্তিকে দায়-দায়িত্বের বিবরণ দাখিলসহ অন্য যে কোনো তথ্য দাখিলের নির্দেশ দিতে পারবে।[১৩] এই ধরনের আদেশ পাওয়ার পর যদি কেউ সে অনুযায়ী তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হয় বা মিথ্যা বা ভিত্তিহীন কোনো তথ্য প্রদান বা দলিলপত্র উপস্থাপন করে তাহলে ঐ ব্যক্তি তিনবছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।[১৪]

একইভাবে কোনো ব্যক্তি যদি নিজ নামে বা তার পক্ষে অন্য কারও নামে এমন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দখলে রাখে বা মালিকানা অর্জন করে যা অসাধু উপায়ে অর্জিত হয়েছে এবং তার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসংগতিপূর্ণ বলে মনে হয়, এবং তিনি এই সম্পত্তি দখল সম্পর্কে আদালতের কাছে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে ঐ ব্যক্তি সর্বনিম্ন তিনবছর থেকে সর্বোচ্চ দশবছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।[১৫] সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ অনুযায়ী কোনো দুষ্কর্মের সহযোগীও উক্ত অপরাধের জন্য সমানভাবে অপরাধী এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যোগ্য সাক্ষী হিসেবে বিবেচিত হবে।[১৬]

একইভাবে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০১২ অনুযায়ী অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর, অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করার অভিপ্রায়ে কোনো বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা; সম্পৃক্ত অপরাধ হতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরনের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেওয়া বা ভোগ করা; অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয় এমন কোনো কাজ করা এই আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।[১৭]

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ অনুসারে যদি কেউ কোনো অপরাধ সংঘটনে বা অপরাধ বলে গণ্য কোনো কাজে সহায়তা করে, বা যদি উক্ত অপরাধ বা কার্য দুষ্কর্মে সাহায্যকারী ব্যক্তির ন্যায় একই উদ্দেশ্যে কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য আইনতই যোগ্য বিবেচিত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে সেই ব্যক্তি অপরাধে সহায়তা করে বলে বিবেচিত হবে।[১৮] এছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধে সহায়তা করলে যদি এর ফলে সাহায্যকৃত কাজটি সম্পন্ন হয় তাহলে তা দুষ্কর্মে সহায়তার ফলে সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।[১৯]

কাজেই দেখা যাচ্ছে নিজ নামে বা অন্য কারও নামে রাখা সম্পদ যদি জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসংগতিপূর্ণ হয় বা উক্ত সম্পদ কিভাবে অর্জিত হল তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা যদি দেওয়া না হয়, এবং এ ধরনের অপরাধের সাথে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হলেও জড়িত হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের দায় ও নারীর ঝুঁকি

বাংলাদেশে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ও সম্পদ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয় বলে দেখা যায়। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ-সম্পদের একটি বিশাল অংশ বিভিন্ন উপায়ে দেশের বাইরে পাচার করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে ঋণপত্রে আন্ডার/ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার, বিদেশি ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখা, মালয়েশিয়া, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা বা অভিবাসী হিসেবে বিনিয়োগ, বা অফ-শোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাচার।[২০] অন্যদিকে দুর্নীতির মাধ্যমে

---

[১২] *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪*, ধারা ২৬ ও ২৭। বিস্তারিত দেখুন:
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=914&vol=36&search=2004 (৩০ এপ্রিল ২০১৮)।
[১৩] *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪*, ধারা ২৬।
[১৪] *প্রাগুক্ত*।
[১৫] *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪*, ধারা ২৭।
[১৬] *সাক্ষ্য আইন*, ১৮৭২, ধারা ১৩৩। বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=24&vol=1&search=1872 (৩০ এপ্রিল ২০১৮)।
[১৭] *মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ*, ২০১২, ধারা ২ (ফ)। বিস্তারিত দেখুন:
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=1083&vol=52&search=2012(৩০ এপ্রিল ২০১৮)।
[১৮] *বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০*, ধারা ১০৮। বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=11&vol=1(৩০ এপ্রিল ২০১৮)।
[১৯] *বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০*, ধারা ১০৯।
[২০] গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি'র প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের পরিমাণ ৭৫ বিলিয়ন ডলার। সূত্র: *দি ডেইলি স্টার*, ৩ মে ২০১৭। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, টিআইবি, ২০১৭, 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬: দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ', https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2017/Sustainable_Development_Goal_16/SDG_Ex_Sum_Bangla_170917.pdf।

অর্জিত অর্থ দেশের ভেতরে বিনিয়োগ, ভোগ, সঞ্চয় ও সম্পদ ক্রয়ে ব্যয় করা হয়। এ ধরনের অর্থ-সম্পদ রক্ষা করা তথা দুর্নীতি করার পর আইনের হাতকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বা দুর্নীতি করে নিজেকে আড়াল করার জন্য দুর্নীতিবাজরা নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। এমনই একটি পন্থা হচ্ছে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি নিজের নামে না রেখে পরিবারের অন্য কারও নামে, যেমন স্ত্রী বা সন্তানের নামে বা মা-বাবার নামে করা। আয়কর ফাঁকি দেওয়া বা অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া থেকে বাঁচার জন্য অনেকেই এভাবে সম্পত্তি রাখে।

সাধারণভাবে আইনে পরিবারের সদস্যদের নামে সম্পদ ক্রয় বা অর্থ গচ্ছিত রাখায় কোনো বাধা নেই। সম্পদ বৈধ উপায়ে অর্জিত হলে মূল কর্তা ব্যক্তি বা যার নামে অর্জিত তার আয়ের উৎস দেখানো প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি উক্ত অর্থ বা সম্পদ অবৈধ হয় বা আয়ের উৎস অবৈধ হয় বা যথাযথভাবে আয়ের উৎসের ব্যাখা দেওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে উক্ত অর্থ বা সম্পদ যার নামে তিনিও আইনের চোখে অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হন। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো ব্যক্তি দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ অর্থ-সম্পদ আয় করেছে এবং নিজেকে আইনের হাত থেকে রক্ষা করা বা অর্জিত সম্পদ রক্ষা করার জন্য তার স্ত্রীর নামে উক্ত সম্পত্তি রাখছে। পরবর্তীতে যখন দুদক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক) এই সম্পদ অর্জনের উৎস বা আয়ের হিসাব জানতে চায় স্ত্রীর কাছে (যেহেতু তার নামেই অর্থ বা সম্পত্তি), তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্ত্রী সঠিকভাবে জবাব দিতে ব্যর্থ হয় এবং আইনি প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। এভাবেই কোনো দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির স্ত্রী বা পরিবার-পরিজনরা প্রত্যক্ষভাবে কোনো অপরাধ না করেও অপরাধের ভাগিদার বা অপরাধে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। দোষী না হয়েও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ আয় ও সম্পদের পারিবারিক দায় নারীকে নিতে হচ্ছে এবং তাদের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হচ্ছে। গত একদশক ধরে দুদকের বিভিন্ন অনুসন্ধান ও মামলায় এভাবে নারীদেরকে দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত করে ফেলার চিত্র উঠে আসে।

৬. স্বামীর অবৈধ সম্পদ স্ত্রীর নামে অর্জন সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও মামলা

২০০৭-২০০৮ সালে দেশে ব্যাপক দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চালানোর সময় বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্ত ও মামলায় এ ধরনের ঘটনা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে এ ধরনের আরও কয়েকটি মামলায় সংশ্লিষ্ট নারীদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ২০০৭ থেকে ২০১৮ এর মার্চ পর্যন্ত সময়ে দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত ২৯টি মামলায় ২৯ জন নারীকে স্বামীর দুর্নীতির কাজে সহায়তা বা জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জন বা সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে অধস্তন আদালত থেকে কারাদণ্ড এবং/বা আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। এসব মামলার মধ্যে ২৬টি মামলায় অবৈধ সম্পদ অর্জন বা আয়ের জ্ঞাত উৎসের বাইরে দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের অভিযোগে অভিযুক্ত স্বামীর সাথে স্ত্রীদেরকেও (যেহেতু স্ত্রীর নামে সম্পদ) স্বামীর দুর্নীতির কাজে সহায়তা করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়া হয়েছে।

এসব মামলা পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই ২৯ জন নারীর নামে বিপুল অংকের অর্থ ও সম্পদ রাখা ছিল। এই ২৯ জন নারীদের স্বামীদের পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় এদের ১৬ জনই (৫৫.২%) রাজনীতিক, যাদের মধ্যে চারজন সাবেক মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী, দশজন সাবেক সংসদ সদস্য, একজন সাবেক সংসদ সদস্যের পুত্র এবং একজন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সচিব। এছাড়া বাকি ১৩ জনের মধ্যে ছয়জন (২১%) সরকারি কর্মকর্তা (দুইজন সাবেক সচিব, একজন এনবিআর সদস্য, একজন এআইজি পুলিশ,একজন প্রধান বন সংরক্ষকও একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার), তিনজন (১০.৩%) ব্যবসায়ী, এবং চারজন (১৪%) অন্যান্য পেশার (চিকিৎসক সংগঠনের নেতা, শ্রমিক নেতা, ব্যাংক কর্মকর্তা)।[21]

চিত্র ১: আদালতের রায়ে সাজাপ্রাপ্ত অবৈধ আয় ও সম্পদ অর্জনকারী নারীদের স্বামীদের পেশা

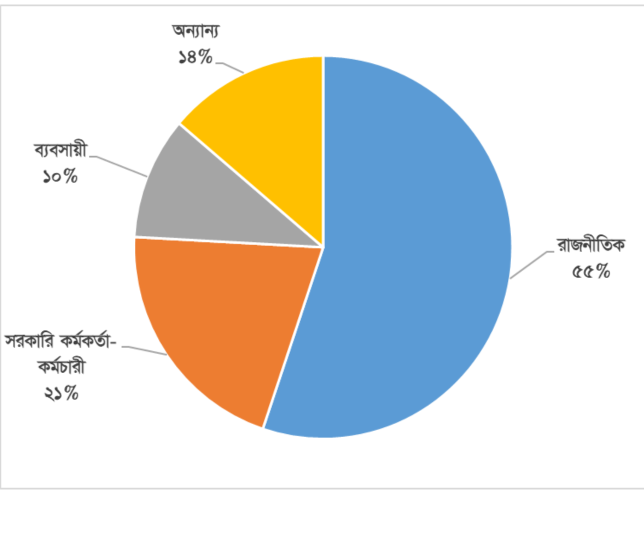

[21] দুদক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-২০০৮*; দুদক থেকে প্রাপ্ত তথ্য (এপ্রিল ২০১৮); *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০ মার্চ ২০১৮।

অপরদিকে এদের মধ্যে ২৬ জনকে স্বামীর দুর্নীতিতে সহায়তা করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন সাজা দেওয়া হয়েছে - ২৫ জনকে তিনবছরের এবং একজনকে দুইবছরের সাধারণ কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০ জনকে সাধারণ কারাদণ্ডের সাথে অর্থদণ্ডও প্রদান করা হয়েছে, যার পরিমাণ ২০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে এক কোটি টাকা পর্যন্ত। প্রায় সবগুলো ক্ষেত্রেই অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ বা সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার পরিমাণ ৫০ লাখ টাকা থেকে শুরু করে ৮০ কোটি টাকা পর্যন্ত।

২০১৫-২০১৭ সালের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় বর্তমানে দুদকে স্বামী কর্তৃক অবৈধ আয় করে স্ত্রীর নামে সম্পদ অর্জন সংক্রান্ত ১১৮টি অভিযোগ অনুসন্ধানের পর্যায়ে রয়েছে (দুদকের অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধানাধীন অভিযোগের ১১%),যার মধ্যে ৬১টি অভিযোগ দুদকের বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে (ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রাম) অনুসন্ধানাধীন অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া ৩০টি মামলা তদন্তনাধীন (দুদকের অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত তদন্তনাধীন অভিযোগের ১২%) ও ১৪টি মামলায় চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে (দুদকের অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত চার্জশীটের প্রায় ৩০%) (সারণি ১)।

সারণি ১: ২০১৫ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত দুদক কর্তৃক পরিচালিত স্বামীর অবৈধ সম্পদ স্ত্রীর নামে অর্জন সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও মামলা[২২]

মামলার পর্যায়	অনুসন্ধান	তদন্তাধীন মামলা	চার্জশীটকৃত মামলা
সংখ্যা	১১৮	৩০	১৪

এই ১১৮টি অনুসন্ধানাধীন অভিযোগের ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে ১২টি, জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে ৫১টি। অন্যদিকে ৪৫টি অভিযোগ দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাই সম্পর্কিত। এছাড়া চারটি অভিযোগ অন্যান্য ধরনের এবং ছয়টি অভিযোগের ধরন জানা যায়নি। এসব ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির পেশা বা অভিযুক্ত স্ত্রীর স্বামীর পেশা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এদের মধ্যে ৫৮ জনই বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির কর্মকর্তা বা কর্মচারী। এছাড়া চারজন রাজনীতিক বা জনপ্রতিনিধি, দুইজন ব্যবসায়ী ও পাঁচজন অন্যান্য পেশাজীবী (ব্যাংকার, আইনজীবী); ৪৯ জন অভিযুক্তর পেশা জানা সম্ভব হয়নি।

অপরদিকে ৩০টি তদন্তাধীন মামলার মধ্যে ২৭টির ক্ষেত্রে অভিযোগ জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জন। বাকি তিনটি অবৈধ সম্পদ অর্জন, তথ্য গোপন এবং মিথ্যা সম্পদ বিবরণ দাখিলের অভিযোগ। মামলাগুলোয় অভিযুক্ত ব্যক্তির পেশা বা অভিযুক্ত স্ত্রীর স্বামীর পেশা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এদের মধ্যে ১৪ জনই বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির কর্মকর্তা বা কর্মচারী। এছাড়া চারজন রাজনীতিক, দুইজন ব্যবসায়ী, দুইজন অন্যান্য পেশাজীবী (ব্যাংকার, আইনজীবী); আটজন অভিযুক্তর পেশা জানা সম্ভব হয় নি।

একইভাবে চার্জশীট দাখিল হয়েছে এমন ১৪টি মামলার ক্ষেত্রে ১১টি জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জন, একটি অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং দুইটি নির্ধারিত সময়ে বা সম্পদ বিবরণ দাখিল না করা সংক্রান্ত অভিযোগ। এছাড়া এসব মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির পেশা বা অভিযুক্ত স্ত্রীর স্বামীর পেশা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এদের মধ্যে চারজনই বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারী, একজন রাজনীতিক, দুইজন ব্যবসায়ী, একজন অন্যান্য পেশাজীবী; ছয়জন অভিযুক্তর পেশা জানা সম্ভব হয় নি।

চিত্র ২: স্বামীর অবৈধ সম্পদ স্ত্রীর নামে অর্জন সংক্রান্ত বর্তমান অনুসন্ধান ও মামলা: স্বামীদের পেশা

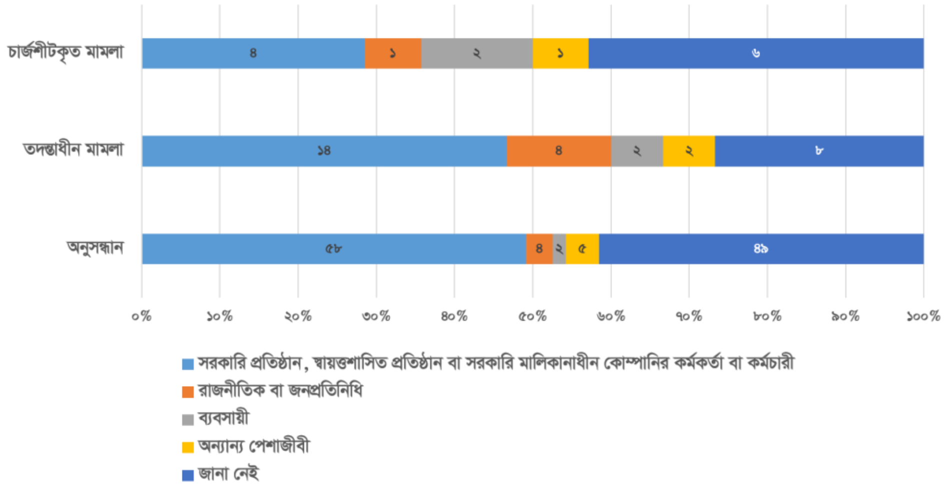

[২২] দুদক থেকে প্রাপ্ত তথ্য (এপ্রিল ২০১৮) অনুযায়ী। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে দুদকের সম্পদ সংক্রান্ত মোট অনুসন্ধান ছিল ১,০৬৫টি, এবং অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত তদন্তের মোট সংখ্যা ছিল ২৪২টি। সূত্র: দুদক, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৭, পৃ. ২৪-২৯।

এ ধরনের মামলা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করে আরও দেখা যায় ২০০৭-০৮ সালে সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বেশিরভাগ ছিলেন রাজনীতিকের স্ত্রী, যেহেতু ঐ সময় দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকদের জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা। পরবর্তী সময়ে পরিচালিত অনুসন্ধান, মামলা ও তদন্তের আওতায় বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে দেখা যায়, যার একটি বড় অংশই বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী।

দুদক থেকে জানা যায় এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির মামলা হলে তদন্তের সময় স্বভাবতই যার (এক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির স্ত্রী) সম্পদ তার কাছে সম্পদের বিবরণী বা হিসাব বা ব্যাখা চাওয়া হয়, ফলে বিশেষকরে সেই নারীকে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে পড়তে হয়। অনেকক্ষেত্রে স্ত্রী বা ছেলে-মেয়েরা হয়তো জানেই না যে তাদের নামে অর্থ বা সম্পদ রয়েছে, আবার অনেকক্ষেত্রে স্ত্রী এ সম্পর্কে জানে এবং তার সম্মতি থাকে। অনেকক্ষেত্রে এই অর্থ বা সম্পদ সম্পর্কে না জানার কারণে বা সেসব অর্থ বা সম্পদের বৈধ ও হালনাগাদ কাগজপত্র ও তথ্য না থাকার কারণে উক্ত নারী যথাযথভাবে সম্পদের বিবরণী বা হিসাব বা ব্যাখ্যা দাখিল করতে ব্যর্থ হন এবং নিরুপায় হয়ে মিথ্যা বিবরণী দাখিল করেন।[২৩] এর ফলে তাকেও তার স্বামীর সাথে মামলার আসামী করা হয়। আবার অনেকসময় দেখা যায় স্ত্রীকে রক্ষা করার বদলে স্বামী নিজেকে বাঁচাতে দাবি করেন যে স্ত্রীর সম্পদের হিসাব তিনি জানেন না। অপরদিকে স্ত্রী যদি অস্বীকারও করেন যে তিনি তার নামে রাখা সম্পদ সম্পর্কে কিছু জানেন না তারপরও তিনি সহযোগী হিসেবে মামলার আসামী হয়ে যান। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, নারীর নামে অবৈধ অর্থ বা সম্পদ থাকলে তার ফলাফল না বুঝেই নারীরা বিপদে পড়ে। অনেকক্ষেত্রে স্ত্রীদের নামে লোক দেখানো 'ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার'ও (টিআইএন) খোলা হয়, যেখানে আয়ের উৎস হিসেবে এমন ব্যবসার উল্লেখ করা হয় যা করার জন্য ট্রেড লাইসেন্স প্রয়োজন হয় না, যেমন মৎস্য ব্যবসা, 'রাখি মালের' ব্যবসা[২৪]।

তবে পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, স্বামী যে উদ্দেশ্যে (নিজেকে ও সম্পদ রক্ষার্থে) স্ত্রীর নামে সম্পদ বা অর্থ রাখে তা পূরণ হয় না, কারণ তদন্তে দেখা যায় স্ত্রীর নামে সম্পদ কেনা হলেও টাকা পরিশোধ হয়েছে স্বামীর ব্যাংক হিসাব থেকে। এ ধরনের দুর্নীতির মামলাগুলোতে স্বামীকেই প্রধান আসামী করা হয়, স্ত্রীকে সহায়তাকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং সম্পদ বা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

৭. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদঃ দায় কি শুধু নারীর?

ওপরের তথ্য পর্যালোচনা করলে বেশ কিছু প্রশ্নের উদ্রেক হয়, যেমন নারীরা এধরনের ঝুঁকিতে কেন পড়ছে? এ ধরনের দুর্নীতি কী নারীর অজান্তে হয়, নাকি নারীদের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই তাদের নামে সম্পদ করা হয়? নারীরাও কি এর সুবিধাভোগী? দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ধরা পড়লে কী পরিণাম হবে সে সম্পর্কে নারীদের কি কোনো ধারণা নেই? স্বামীদের দুর্নীতি প্রতিরোধে স্ত্রীরা কি কোনো ভূমিকা রাখতে পারে?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেখানে একটি পরিবারের প্রধান পুরুষ ব্যক্তি বা স্বামীই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে, সেখানে নারী বা স্ত্রীদের পক্ষে স্বামীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাওয়া এবং/অথবা স্বামীকে তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ পরিবারের কোনো সদস্যের নামে রাখাই যুক্তিসঙ্গত, আর এর মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত হচ্ছে স্ত্রীরা, যারা সাধারণত কোনো প্রশ্ন ছাড়াই স্বামীর নির্দেশমতো কাজ করে। এছাড়া অনেকক্ষেত্রে স্বামীদের প্রতি নারীদের সহমর্মী মনোভাবও কাজ করে। একজনস্ত্রী তার স্বামীকে বাঁচাতে বা পরিবারের কল্যাণের কথা ভেবে অবৈধ সম্পদের দায়ভার কাঁধে নেয়। এমনকি দুদকের জিজ্ঞাসাবাদের সময় এ ধরনের সম্পদ তাদের নয় বলে জানালেও আদালতে স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অনেকেই অপারগ হয়। অনেকক্ষেত্রে অবৈধ অর্থ বা সম্পদের দায় স্বীকার না করলে নারী (স্বামী কর্তৃক) শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। এসব ক্ষেত্রে নারীদের দুর্নীতির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে নারীরা নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করে যে তার নামে সম্পদ বা অর্থ রাখা হোক। এ ধরনের সম্পদ গোপন করার ক্ষেত্রে নারীরা তাদের স্বামীদের সহায়তা করে। এভাবে স্বামীদের পাশাপাশি স্ত্রীদেরও দুর্নীতিপরায়ণ মানসিকতা দেখা যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের কোনো কোনো ঘাটতি এক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করে। সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯-তে প্রত্যেক বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের সম্পদের হিসাব দাখিল করার যে বিধি আছে তা মানা হয় না, এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উদ্যোগও নেওয়া হয় না (টিআইবি, ২০১৭)। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তদারকিরও ঘাটতি রয়েছে, যেমন নারীদের নামে সম্পদ ও অর্থ গচ্ছিত রাখার সময় সম্পদের উৎস সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট খোঁজখবর নেয় না বা তার সুযোগ নেই।

---

[২৩] বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.thedailystar.net/country/rana-plaza-owners-mother-morzina-begum-jailed-for-6-years-1555207।

[২৪] এ ধরনের ব্যবসায় সাধারণত মৌসুমি বিভিন্ন অপচনশীল দ্রব্য যেমন পেঁয়াজ, রসুন, চাল ইত্যাদি কিনে সংগ্রহ করে রাখা হয় এবং পরে উপযুক্ত সময়ে দাম বাড়ার পর বিক্রি করে দেওয়া হয়।

চিত্র ৩: দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের দায় ও নারীর ঝুঁকি: কারণ-ফলাফল-প্রভাব

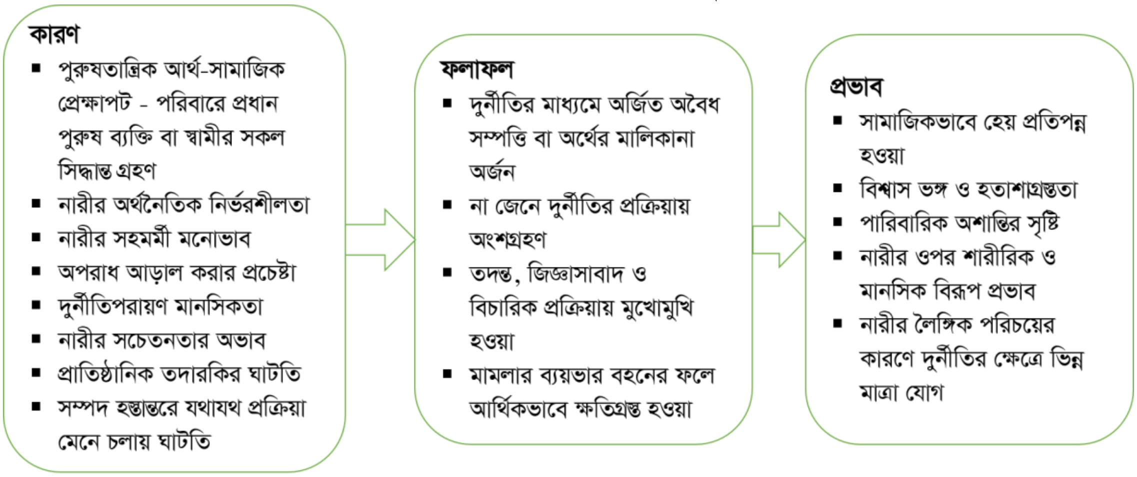

৮. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের দায়: নারীর ওপর প্রভাব

দেখা যায় নারীরা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ সম্পত্তি বা অর্থের মালিকানা অর্জন করে, জেনে বা না জেনে দুর্নীতির প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, এবং তদন্ত, জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় মুখোমুখি হওয়া ও মামলার ব্যয়ভার বহনের ফলে তাদের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। অন্তঃপুরবাসিনী নারী হঠাৎই কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবিকভাবে কোনো অবৈধ উপার্জন না করে বা কোনো অপরাধ না করেও আইনের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হতে হয়। নারীর ওপর এসব পরিস্থিতির নানা বিরূপ প্রভাব পড়ে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায় পারিবারিক সম্পর্কের ওপর নারীর বিশ্বাস ও আস্থা ভঙ্গ হয়, তাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়, পারিবারিকভাবে অশান্তির মধ্যে পড়তে হয়। ফলে নারী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে দুর্নীতির ক্ষেত্রে নারীর অভিজ্ঞতার আরেকটি ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়।

৯. উপসংহার ও সুপারিশ

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের পারিবারিক দায় নারীর দিক থেকে ভিন্ন ধরনের একটি অভিজ্ঞতা। দুর্নীতির মাধ্যম অর্জিত আয় ও সম্পদের দায় নারীর ওপর ভিন্ন একধরনের ঝুঁকির সৃষ্টি করছে। দেখা যাচ্ছে নারী বিভিন্ন ভূমিকায় এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে। দুর্নীতির শিকার হিসেবে স্বামীর দুর্নীতির দায় নিতে বাধ্য হচ্ছে; দুর্নীতির মাধ্যম হিসেবে নারীকে ব্যবহার করে অবৈধ আয় ও সম্পদ গোপন করা হচ্ছে; দুর্নীতির সুবিধাভোগী হিসেবে নারী অর্জিত অবৈধ আয়ের মালিকানা অর্জন করছে; এবং দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে সার্বিকভাবে স্বামীর দুর্নীতিতে সহায়তাকারী হিসেবে নারী ভূমিকা পালন করছে। এই প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে দুর্নীতির ক্ষেত্রে নারীর অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে।

এ ধরনের বাস্তবতার কারণে নারীরা যে ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে তা থেকে উত্তরণে টিআইবি নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করছে।

১. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দায় সম্পর্কে নারীদেরকে সজাগ ও সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রচারণা করতে হবে। এই প্রচারণার মধ্যে আইনি বাধ্যবাধকতা ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের শাস্তি সম্পর্কে জানাতে হবে।
২. কোনো নারীর নামে কোনো অর্থ গচ্ছিত রাখা বা সম্পদ ক্রয় করার সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ঐ অর্থ বা সম্পদের উৎস এবং বৈধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।
৩. পুরুষের দুর্নীতি সম্পর্কে নারীকে সোচ্চার হতে হবে।
৪. নারী অধিকার সংগঠন কর্তৃক দুর্নীতির শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে।
৫. নারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবেদনশীল হতে হবে এবং আরও নারী-বান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৬. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের যে দায় নারীকে বহন করতে হচ্ছে তার সাথে নারীরা কতখানি সজ্ঞানে জড়িত তা নিরূপণে আরও গবেষণা ও নীতি কাঠামো সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।
৭. সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যেক বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণী দান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে।
৮. সম্পদ ক্রয় ও হস্তান্তরের যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

টিআইবি ২০১৭, 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬: দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ', ঢাকা।

টিআইবি ২০১৬, *সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫* (বর্ধিত সার-সংক্ষেপ), ঢাকা।

টিআইবি ২০১৫, 'নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি: বাংলাদেশের দুইটি ইউনিয়নের চিত্র', ঢাকা।

টিআইবি ২০১২, *সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২* (সার-সংক্ষেপ), ঢাকা।

দুর্নীতি দমন কমিশন, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭*, ঢাকা।

দুর্নীতি দমন কমিশন, ২০০৯, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-২০০৮*, ঢাকা।

Mutonhori, Nyaradzo, 2012, 'What stops women reporting corruption?' www.blog.transparency.org (21 November 2012).

Nawaz, Farzana, 2009, *State of Research on Gender and Corruption*, U4 Expert Answer, U4 Anti-corruption Resource Center, http://corruptionresearchnetwork.org/resources/frontpage-articles/gender-and-corruption (21 November 2012).

Seppänen, Maaria and Pekka Virtanen, 2008, *Corruption, Poverty and Gender: With case studies of Nicaragua and Tanzania*, Ministry For ForeiGn Affairs, Finland.

Transparency International (TI), 2014, *Gender, Equality and Corruption: What are the Linkages?*, Policy Paper # 1, April 2014, Berlin. http://www.transparency.org/whatwedo/publication/policy_position_01_2014_gender_equality_and_corruption_what_are_the_linkage (8 November 2016).

UNDP, 2012, *Seeing Beyond the State: Grassroots Women's Perspectives on Corruption and Anti-Corruption*, New York.